যুগান্তর

তারিখ 20 MAY 2012
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

নতুন ভিসি ইস্যুতে জাবি শিক্ষকরা মুখোমুখি

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট অণুজীব বিজ্ঞানী ড. আনোয়ার হোসেন দায়িত্ব পাওয়ার ইস্যুতে জাবির শিক্ষক রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। শিক্ষক সমিতি নতুন ভিসির ব্যাপারে শিক্ষকদের অনুভূতি জানতে শনিবার এক জরুরি সাধারণ সভার আহ্বান করে। তবে শিক্ষক সমিতির সভাকে কেন্দ্র করে আবারও বিভিন্ন মতের শিক্ষকরা মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছেন। এক পক্ষের শিক্ষকরা শিক্ষক সমিতির সভা বর্জন করে সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদত্যাগ দাবি করেছেন। অন্য পক্ষের শিক্ষকরা শিক্ষক সমিতির সভায় উপস্থিত হয়ে জাবির সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবিরের বিরুদ্ধে শিক্ষক সমাজের আনা সব অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তসাপেক্ষে বিচার ও

মুখোমুখি : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

মুখোমুখি : জাবি শিক্ষকরা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শাস্তি দাবিসহ তিনটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এতে আবারও ঘোলাটে হয়ে উঠছে জাবির শিক্ষক রাজনীতি।

জানা যায়, শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হওয়ায় শিক্ষকদের অনুভূতি জানতে শিক্ষক সমিতি বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে জহির রায়হান মিলনায়তনে জরুরি সাধারণ সভার আয়োজন করে। জাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এ মামুন ও সাধারণ সম্পাদক ড. মো: শরিফ উদ্দিনের পরিচালনায় শিক্ষক সমিতির সভায় প্রায় শতাধিক শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। সভায় তিনটি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তা হল— জাবির সংকট নিরসনে প্রধানমন্ত্রী ও আচার্যকে শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ প্রদান, জাবির শিক্ষকদের আবেগের বিষয়টি বিবেচনা করে নবনিযুক্ত ভিসি নিয়োগের বিষয়টি আচার্যকে পুনর্বিবেচনা করার আবেদন ও সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবিরের বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগের তদন্তসাপেক্ষে বিচার ও দোষী হলে শাস্তির দাবি। তবে শিক্ষক সমিতির সভাটি অগণতান্ত্রিক পদ্ধায় ডাকা হয়েছে দাবি করে একই সময়ে নতুন ক্লাসরুমের সেমিনার রুমে 'বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের ব্যানারের প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষক এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। সংবাদ সম্মেলনে জাবির নতুন ভিসি অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেনকে অভিনন্দন জানান। এরপর শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের ৯ জন শিক্ষক 'বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ ব্যানারের শিক্ষকদের সঙ্গে এক হয়ে জাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এএ মামুন ও সাধারণ সম্পাদক ড. মো. শরিফ উদ্দিনের পদত্যাগ দাবি করেছেন।

জাবির শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের ৯ জন শিক্ষক হলেন— অধ্যাপক আবুল খায়ের, অধ্যাপক হাসিবুর রহমান, অধ্যাপক শেখ মো: মনজুরুল হক, অধ্যাপক আহমেদ রেজা, অধ্যাপক লায়েক সাজ্জাদ এহেম্মাহ, অধ্যাপক বখতিয়ার রানা, অধ্যাপক ড. গবির উদ্দিন, অধ্যাপক নুরুল আলম, অধ্যাপক লুৎফর রহমান। সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক ড. গবির উদ্দিন বলেন, অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী কায়দায় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক শিক্ষক সমিতির সভা আহ্বান করেছেন। শিক্ষক সমাজের ব্যানারে ভিসিবিরোধী আন্দোলনে তারা প্রকাশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পক্ষের শিক্ষকদের মদদ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম নষ্ট করেছেন। শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালন করার কোন নৈতিক অধিকার নেই। অধ্যাপক লুৎফর রহমান বলেন, জাবির সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষকরা শিক্ষক সমিতির সভা বর্জন করেছে। মুলতবি সভা না ডেকে জরুরি সাধারণ সভা আহ্বান করা হয়েছে। জাবির শিক্ষকরা শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদত্যাগ চান।

অধ্যাপক নুরুল আলম বলেন, শিক্ষক সমিতির গঠনতন্ত্র না মেনে শিক্ষক সমিতির সভা ডাকা হয়েছে। এরকম অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত শিক্ষকরা মানতে পারে না। তবে শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদত্যাগের দাবির বিষয়ে জাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এএ মামুন বলেন, সাবেক ভিসির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করিনি বলে আমাদের পদত্যাগ দাবি করা হয়েছে। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষকরা তা কখনও মেনে নেবেন না। এ সময় তিনি জাবির শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সব ন্যায্য দাবির পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন।